4

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 12 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপউপাচার্যের পদ সংবলিত সংশোধনী বিল চূড়ান্ত

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান সন্ত্রাস, যৌনহয়রানি ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল দেশে বিরাজমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিস্থিতি ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বর্তমান মান, সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঠিত বিষয়সমূহের প্রাসঙ্গিকতা, প্রদত্ত ডিগ্রির যৌক্তিকতা ও বর্তমানে তার গ্রহণযোগ্যতা— প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে আরো ব্যাপক আলোচনার জন্য তা আগামী সভার আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশাসনিক প্রয়োজনে একাধিক উপউপাচার্যের পদ সৃষ্টির বিধান সম্বলিত পৃথক আটটি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনী বিল চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিএনপি সংসদ সদস্যরা এই সংশোধনী বিলকে দলীয়করণের কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে আপত্তি তোলেন।

জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এই বিলগুলো উত্থাপন করা হবে। সংশোধন বিলের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক প্রয়োজনে একাধিক উপউপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ কতোজন উপউপাচার্য থাকবেন বিলে তার উল্লেখ করা হয়নি।

বিলগুলো হচ্ছে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল ১৯৯৮, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮।

সভায় বিএনপি সংসদ সদস্যরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনার জন্য একজন উপউপাচার্যই যথেষ্ট। তবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত উপউপাচার্যের দরকার হলে এই সংশোধনী বিলে তার সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য তারা দাবি জানান।

এর জবাবে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, পদের সংখ্যা উল্লেখ করা হলে তা পূরণ করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। বিলে একাধিক উপউপাচার্য নিয়োগের বিধান থাকার অর্থ এই নয় যে অপ্রয়োজনে তা নিয়োগ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ইতিপূর্বে এই বিলগুলো সংসদে উত্থাপন করেন। বিলগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল।

স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, হুইপ এম আবদুস শহীদ, প্রফেসর এম আবদুল কুদ্দুস, কাজী সিরাজুল ইসলাম, বেগম রওশন এরশাদ, আলমগীর কবীর এবং মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।